# কেষ্ট কবির কনফারেন্স

ইসমোনাক

# কেষ্ট কবির কনফারেন্স

ইসমোনাক

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

# কেষ্ট কবির কনফারেন্স

## ইসমোনাক

**প্রথম প্রকাশ:** বইমেলা ২০১৩

**প্রজন্ম সংস্করণ:** বইমেলা ২০২১

**গ্রন্থস্বত্ব:** লেখক

**প্রচ্ছদ:** ওয়াহিদ তুষার

**অনলাইন পরিবেশক**

rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Kesto Kobir Kostogulu by Ismonak
Published by Projonmo Publication
Copyright © Ismonak
ISBN: 978-984-95578-0-7

**উৎসর্গ**

স্বাধীনতার মহানায়ক
জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

## সম্পাদকের কথা

বই জ্ঞানের প্রতীক। বই মানুষকে জ্ঞানী করে, আলোকিত করে। মানুষের ভেতরের মানুষটিকে সুন্দর করে। বোধ, আবেগ অনুভূতি বুঝতে শেখায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করে; তাই মানব জীবনে বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বইয়ের বিকল্প শুধুই বই।

মান সম্মত ভালো লিখার গুরুত্ব অনেক। একটি ভালো বই শুধু জ্ঞানের আলোই ছড়ায়না। প্রচুর আনন্দ বিনোদনও ছড়িয়ে দেয়। মানুষকে হাসায় কাঁদায়।

কেষ্ট কবির কনফারেন্স বইটিতে কেষ্টরুপী এক মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অনটন ও চাওয়া-পাওয়া—এক অপরূপ শৈল্পিক রূপে বিবৃত হয়েছে। এতে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কিছু মেসেজ যা স্পর্শ করবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়। এ আমার বিশ্বাস।

এ গল্পের একটি চমকপ্রদ দিক রয়েছে। গল্পের প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর একটি মাত্র বর্ণ "ক" দিয়ে শুরু হয়েছে যা পাঠককে বিস্মিত করবে। কেননা বাংলা সাহিত্যে এটি এক নতুন ধারা, নতুন উদ্ভাবন, নতুন ইতিহাস। যা কিনা বিশ্বসাহিত্য দরবারে এক বিরল ঘটনা।

এ লিখাটি সম্পাদনা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি। শুধু "ক" দিয়ে একটানা এত বড় গল্প পড়তে কিঞ্চিৎ

একগুয়েমী এসে যেতে পারে। কিন্তু গল্পের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতেই এমনটি করতে হয়েছে। তবুও এমন অনাকাঙ্ক্ষিত একগুয়েমীর জন্য ক্ষমা চাইছি। আরো ক্ষমা চাইছি অযাচিত ভুল ত্রুটির জন্য। পাঠকের ভালো লাগা মন্দ লাগাই এর বিচার করবে।

বাংলা সাহিত্যের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের সকল সাহিত্যে এর মহিমা ছড়িয়ে পরবে এ কামনা করি।

মোঃ হুমায়ুন কবির

কে...?

কেরে...?

কথা কস্‌না কেন?

কেষ্টরেই কথাগুলো কইল কুসুম কলি। কিন্তু কুসুম কলির কথা কেউ কর্ণপাত করলনা, কেউ কোন কথাও কইলনা। "কুসুম কলিদের কথা কেউ কর্ণপাত করেনা"। কুসুম কলিদের কড়ই কাঠের কুঠিরে, কাঁঠাল কাঠের কপাটে কেউনা কেউ কট্-কট্ করছে। কট্-কট্ কট্‌কট্ করে করছে। করছেতো করছেই। কেষ্টদের কাঠের কুঠিরের কাছে কদমতলার কুয়ার কিনারায় কুসুম কলি কয়েকটা কাপড় কাঁচ্ছিল। কাপড় কাঁচবেনা কেন? করবেটা কী? কাপড় কাঁচবে কে? কেষ্টর "কাজিন" কোমলমতি কিশোরী কন্যা কংকনা কিযে কুৎসিত করেছে কাপড়গুলো। কিন্তু কংকনাতো কাপড় কাঁচেনা। কাপড় কাঁচা কিশোরী কংকনার কাছে কতইনা কষ্টের কাজ। কাপড় কাঁচার কঠিন কাজটি কংকনা করবে কেমন করে? কংকনারে কাপড় কাঁচার কথা কইলে, কাপড়তো কাঁচবেইনা, কেবল ক্যাক্কড় ক্যাক্কড় করে কতক্ষণ কাঁদবে। ক্যাক্কড় ক্যাক্কড় করে কংকনা কাঁদলেই কেষ্টর কনিষ্ঠ কাকিমা কুসুম কলি কইবে—কাঁদিসনে, কাঁদিসনে কংকনা কাঁদিসনে। কাপড় কাঁচার কথা কইলেই কেবল কান্না-কাটি করিস। কাপড়ও কাঁচবিনা, কান্না-কাটিও করবিনা। কান্না-কাটি করলে কিন্তু কিলামু।

কৃপাময়ীর কৃপায় কংকনা কাঁদলনা, কাপড়ও কাঁচলনা। কিন্তু কংকনার কুৎসিত কদাকার কাপড়গুলো কাঁচবে কে? কাপড় কাঁচবে কেবল কেষ্টর কনিষ্ঠ কাকিমা কুসুম কলিই। কেষ্টর কনিষ্ট কাকু কবি

কালিপদ কার্তিকের কুড়িতে কালিকচ্ছের কৃষ্ণ কুঠিরের কর্ণধার কালিদাসের কনিষ্ঠ কন্যা কোমলমতি কালো-কেশী কুমারী কুসুম কলিরে কাবিন করেছিল।

কলকাতার কোর্ট-কাচারির কাছে "কবি কেষ্ট কুমার কমার্শিয়াল কলেজের" কর্মকর্তা কিনা কালিপদ। কত কাজ কর্মকর্তার, কলেজে কাজ করার কারণে কেষ্ঠর কাকু কালিপদ কলকাতার কেষ্ট কুমার কমার্শিয়াল কলেজের কলোনীতেই কালাতিপাত করছিলেন। কিন্তু কেষ্ট, কেষ্টর "কাজিন" কংকনা, কেষ্টর কাকিমা কুসুম কলি কালিকচ্ছের কবি কুঠিরেই কাল কাটাচ্ছেন। কালিকচ্ছে "কবি কটেজের" কড়ই কাঠের কুঠিরে কোন-ক্রমে কায়-ক্লেশে কাল কাটাচ্ছে কেষ্টরা। কার্তিকের কুড়িতে কাঠের কুঠিরের কুয়ার কিনারায় কংকনার কয়েকটা কাপড় কাঁচছিল কুসুম কলি। কংকনা কিযে কুৎসিৎ কদাকার করেছে কাপড়গুলো। কুসুম কলির কপালও কেমনতর কাপড় কাঁচারই। কত কিসিমের কাপড় কাঁচে কুসুম কলি ক্লিনিকের কাপড়, কল কারখানার কাপড়, কলেজের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাপড় কাঁচে কুসুম কলি, কাপড় কেঁচে কেঁচে কোন ক্রমে কালাতিপাত করে। কাপড় কেঁচে কালাতিপাত করা কুসুম কলির কাছে কতইনা কঠিন কষ্টের। কিন্তু কষ্টের কথা কুসুম কলি কারে কইব। কী করে কইব, কইয়া কাম কী? "কেউরে কইলেই কেবল করুণা করব, কটাক্ষ করে কথা কইব"। কুসুম কলির কষ্টের কথা কখনো কাউরে কয়না। কালিপদেরও কয়না, কেষ্টরেও কয়না; কয়না কুমারী কন্যা কংকনারেও। কিন্তু কষ্টে কখনও কখনও কাঁদে কুসুম কলি: কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে কাঁদে। কাপড় কাঁচে কষ্ট করে। "কাপড় কাঁচা কেবল কুসুম কলির কাজ"। কালে কালে কত কসুম কলিরা কেবল কাঁদে, কেবলি কাপড় কাঁচে, কেবলি কর্তাদের কলিজার কোমল কুঠরির কাঙ্ক্ষিত কামনাগুলোকে কামিয়াবি করে, কেবলই কর্তাদের করুণায় কালাতিপাত করে। কুসুম কলিদের কপালে কেবলই কষ্ট। কুয়ার

কিনারায় কাপড় কাঁচতে কাঁচতে কুসুম কলি কর্ণপাত করল, কেবা কারা কাঠের কপাটে কট্ কট্ করছে। কুসুম কলি কিছুটা কঠিন কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে কইল; কেষ্ট কইরে, কেষ্ট...। কেষ্ট কথা কস্না ক্যান...করছিস কী? কস্না কেন, কে কপাটে কট-কট করছে? কেষ্টটাও কেমনতর, কখন কী করেনা করে, কী কমু। কেষ্ট...কেষ্টরে...

কুঠিরের কোণায় কাঁঠাল কাঠের কেদারায় কেষ্ট কাশছিল। কেক্কড় কেক্কড় করে কাশছিল। কেষ্ট কাশে, কঠিন কণ্ঠে কেক্কড় কেক্কড় করে কাশে, কার্তিকের কুড়িতে কিনা কিছুটা কম কাশে। কাশবেনা কেন? কাশবেইতো, কারণ কেষ্টর কণ্ঠেতো কফের কুন্ডলি করেছে। কেষ্টর কলিজার কোমল কুঠরিতেও কঠিন কঠিন কষ্ট, কলিজার কষ্ট, কফের কুন্ডলিইতো কাশের কারণ। কাকিমার কথা কর্ণপাত করে কেষ্ট কাশতে কাশতেই কইল, কী কও কাকিমা?

কাকিমা: কপাটে কট্ কট্ করছে কে?

কেষ্ট: কেমনে কমু কাকিমা?

: কসনা ক্যান কারা কপাটে কট্ কট্ করছে, কেনইবা করছে। কাকিমার কথায় কেষ্ট কপাটের কাছে কাউকে কইল;

: কে? কে কপাটের কাছে? কে কট্ কট্ করছেন? কেষ্টর কথায় কোমল কণ্ঠে কাঙ্গাল কানাই কইল;

: "করুণা করে কর্ণপাত করবেন কি"? কয়টা কথা কমু।

: কন কী কথা?

: কর্তা কোথায়?

: কোন কর্তা?

: কবি কুঞ্জের কর্ণধার কবি কালিপদ কোথায়?

: কেন? কবি কালিপদকে কেন? কবি কালিপদের কাছে কীসের কাজ?

: কয়টা কথা কমু।

: কী কথা?

: কিছু করণীয় কাজের কথা কমু। কোথায় কবি কালিপদ?

: কিন্তু...

: কিন্তু কী?

: কবি কালিপদ কথা কইবেনা।

: কেন? কেন? কথা কইবেনা কেন? কারণটা কী?

: কার্তিকের কুড়িতে কবি কালিপদ কোন কথা কয়না।

: কী কন, কথা কইবেনা কেন?

: কেমনে কমু।

: কিন্তু কথাগুলো কবি কালিপদরেই কওয়ার কাম। কীভাবে কমু কনতো?

: কানাই কাঙ্গালের কথায় কিছুটা কর্কশ, কিছুটা কঠিন কণ্ঠে কেষ্ট কইল; কথা কইবে কেন? কইয়া কাম কী? কথা কইলে কেবল ক্যাচাল করে।

কিছু কইলেই করে কাপ-কাপ। কারো কাছে কোমল করে কোন কষ্টের কথা কইলেই কেবল করবে করুণা। কটাক্ষ করে কথা কইবে কেউ কেউ, কলংকিত করবে ক্যারিয়ার। কথা কইয়াইবা কাম কী? কষ্টতো করবে কেবল কেষ্টই। "কেষ্টদের কাজই কেবল কষ্ট করা"। কথাগুলো কইতে কইতে কেষ্ট কয়েকবার কাশলো। কেক্কর কেক্কর করে কাশলো।

কাশতে কাশতেই কাঁদ্ কাঁদ্ কণ্ঠে কেষ্ট কইল...

কইবেনা, কইবেনা, কবি কালিপদ কখনোই কথা কইবেনা, কিছু কইলে কুয়ার কিনারে কাকিমা কাপড় কাঁচছে, কাকিমারে কওগে, কেমন।

কানাই কাঙ্গালের কথাগুলো কাকিমাও কর্ণপাত করছিল। কিন্তু কেষ্ট কেক্কর কেক্কর করে কাশছেই। কথাহীন কিছুক্ষণ কাটল। কাঙ্গাল কানাই